২৫-১১-১৬ প্রাত: মুরলী ওঁম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যদি মিষ্টি বাবা আর তাঁর মিষ্টি রাজধানীকে স্মরণ করো তাহলে তোমরাও খুব মিষ্টি হয়ে যাবে । "

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা এমন কোন্ পুরুষার্থ করে মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিণত হও ?

উত্তর :- তোমরা এখন জ্ঞান মানস সরোবরে ডুব দিয়ে জ্ঞান পরী হচ্ছো , এই জ্ঞান স্নানের দ্বারাই তোমাদের চরিত্রের বদল হবে । তোমাদের মধ্যে যতো অপগুণ আছে সব বের হয়ে যাবে । বাবা আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করে তোমরা পবিত্র দেবতায় পরিণত হও । দেবতাদের প্রতি আকর্ষণের মূল কারণই হলো পবিত্রতা । এই কারণেই দূর দূর থেকে থেকে মানুষ অদৃশ্য টানে দেবতার মন্দিরে গিয়ে হাজির হয় ।

গীত :- আমাদের তীর্থ হলো পৃথক ।

ওঁম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা এই গান শুনেছো । বাচ্চারাই হলো সেই ভাগ্যবান নক্ষত্র। এই গায়ানও আছে যেমন জ্ঞান সূর্য , জ্ঞান চন্দ্রমা , জ্ঞান ভাগ্যবান নক্ষত্র । এই সূর্য এবং চন্দ্র তো এই পৃথিবীর স্টেজকে আলোকিত করে , তাই তো (নক্ষত্রের) তোমাদের মহিমা গাওয়া হয়। তোমরাই হলে জ্ঞান নক্ষত্র , ওদের কিন্তু জ্ঞান নক্ষত্র বলা হয় না । জ্ঞান সূর্য নাম শুনে মানুষ ভাবে যে হয়তো আকাশের এই সূর্যই জ্ঞান স্বরূপ কেননা মানুষ ভাবে যে মাটি - পাথর সবের ভিতরেই ভগবান আছে। তাই তারা সূর্যকে খুবই মানে । নিজেদের সূর্যবংশী বলে পরিচয় দেয় । তারা সূর্যের পুজো করে এবং তাদের পতাকাও সূর্যেরই । তোমাদের হলো ত্রিমূর্তির পতাকা । কতখানি আশ্চর্যের বিষয় । এই পতাকায় "সত্যমেব জয়তে" এই কথাও লেখা থাকে । সত্যি সত্যি এই বিশ্বের উপর বিজয় তো তোমরাই প্রাপ্ত করাও । তোমরাই হলে শিব শক্তি পাণ্ডব সেনা । মানুষ নাম রেখেছে ত্রিমূর্তি মার্গ , ত্রিমূর্তি হাউস । বাবা এই কথাও বুঝিয়ে বলেন যে এই ত্রিমূর্তি দিয়ে আমি কোন্ কর্তব্য পালন করি । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা .....। মানুষ ত্রিমূর্তির থেকে শিবকে বের (বাদ) করে দিয়ে সেই চিত্রকে খণ্ডিত করে দিয়েছে । এখন তোমরা জানো যে এই ত্রিমূর্তির চিত্রে কি রহস্য আছে। এই কথা সত্যি যে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের রাজত্ব দেন । আমরা বাচ্চারা আগের কল্পের মতোই শিববাবার থেকে আবার পবিত্রতা , সুখ - শান্তি আর সম্পত্তির রাজত্ব গ্রহণ করছি । এই পড়া কিন্তু ব্রহ্মচর্য অবস্থাতেই গ্রহণ করা যায় । এখন তো কেউ কেউ বিয়ে করার পরেও এই কোর্স থেকে জ্ঞান গ্রহণ করে। কারণ এখানে কামাই তো অনেকই হয় । এখানে তোমাদের আমদানি হল অ-গুণতি । বাচ্চারা জানে যে শিববাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন । বাবার শ্রীমতই শ্রেষ্ঠ - এই গায়নও আছে । বাবার বাচ্চা যদি তোমরা হও তাহলে অবশ্যই বাবার শ্রীমতেই চলবে । ভাই - ভাইয়ের মতে কিন্তু চলবে না । ওই মতে তো অনেক জন্মই চলেছো , তাতে তো কোনো লাভই হয় নি । এখন তোমাদের বাবার মতেই চলতে হবে । সাধু -সন্ত ইত্যাদি সকলেই ভাই - ভাই। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের উচ্চ মত দিতে । " প্রাকৃতিক উপায়কেও অনেকে ওষুধ হিসাবে গ্রহণ করে । কিন্তু তা হল অল্প কালের জন্য । আর এ হল ২১ জন্মের জন্য প্রাকৃতিক উপায় । দুনিয়ার মানুষ বলবে ঠান্ডা জলে স্নান করো । এই করো , ওই করো , খাওয়া - দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হও । এখানে ওই খাবার - দাবারের কথা হয় না । এখানে তো মিষ্টি বাবা বাচ্চাদের বলেন যে , আমাকে

স্মরণ করো , তাহলেই তোমরা মিষ্টি হয়ে যাবে । দেবতারা তো কতই সুন্দর , তাঁদের প্রতি মানুষের কত আকর্ষণ থাকে । আগে উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপর শিবের মন্দির তৈরী হতো । মানুষ পায়ে হেঁটে ক্ষণিক দর্শনের জন্য যায়, কেননা পবিত্রতা তাদের টানতে থাকে । দেবতারা যখন পবিত্র ছিলো তখন তাঁরা সমগ্র বিশ্বের উপর রাজত্ব করতো । এখন মানুষ তাঁদের ছবির সামনে গিয়ে বন্দনা আর নমস্কার করে । এখন এই মিষ্টি বাবাকে তো সবাই স্মরণ করে । তাই তাঁকে এখানেই আসতেই হয়। তোমরা অবশ্যই তাঁর থেকে বৈকুন্ঠের অনেক সুখ প্রাপ্ত করো , তাইতো তোমরা তাঁকে স্মরণ করো । যখন এই রাবণ রাজ্যের শেষ হবে তখনই বাবা এসে তোমাদের স্বর্গের রাজত্ব দেবেন । বাবা আসেনই এই ভারতবর্ষে । শিব জয়ন্তীও এই ভারতেই পালন করা হয়, কিন্তু তার থেকে কি পাওয়া যায় কেউই তা জানে না । বাবা বলেন , আমি তোমাদের বাচ্চাদের মধুর বানাতেই এসেছি । তোমরা কতখানি ছিঃ ছিঃ ( অপবিত্র ) হয়ে গিয়েছিলে । বাবা হলেন জ্ঞানে পূর্ণ , তোমরা এখন তাঁর থেকে এই জ্ঞান প্রাপ্ত করছো । বীজের মধ্যেই (সুপ্ত অবস্থায়) সমস্ত জ্ঞান থাকবে --তাই না ? বাবা হলেন বীজ , সত্য স্বরূপ , চৈতন্য স্বরূপ আর জ্ঞানের সাগর তিনি সবসময় সত্যই বলেন । তিনিও হলেন আত্মা, --কিন্তু পরম আত্মা । পরম আত্মা মানে পরমাত্মা । তিনি সবসময় পরমধামে থাকেন । তিনি হলেন উঁচুর থেকেও অতি উঁচু । অনেকেই বলেন যে তিনি নাম এবং রূপের থেকে পৃথক । কিন্তু নাম - রূপের থেকে পৃথক কোনো বস্তুই হয় না । ওনার নাম হল শিব । সবাই ওনার পূজা করেন । শিববাবা হলেন নিরাকার । এখন তিঁনি এখানে এসেছেন । আগে আমরা দেহ - অভিমানী ছিলাম । এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা, আত্ম -অভিমানী হও । গীতাতেও এই কথাই আছে - মনমনাভব । কেবলমাত্র সেখানে শিবের বদলে কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে তা খন্ডন হয়ে গেছে । শুধুমাত্র বই পড়লেই রাজত্ব পাওয়া যাবে না । রাজা আর রাজত্ব তো সত্যযুগে হয় । বাবা অবশ্যই এই সঙ্গম যুগেই আসেন । এখন এই অবিনাশী নাটকের নিয়ম অনুসারে ভক্তিমার্গের সময়কাল সম্পূর্ণ হয়েছে । ভক্তির পরে আবার জ্ঞান আসে । এ হোলো পুরোনো দুনিয়া আর সত্যযুগ হোলো নতুন দুনিয়া । সত্যযুগে সূর্যবংশীরা রাজত্ব করতো । নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার জন্য এ হোলো রাজযোগের শিক্ষা । সত্যযুগে এনাদেরই রাজত্ব ছিলো । এখন কলিযুগের কি নিদারুণ অবস্থা দ্যাখো । এখন তোমরা আবার সত্যযুগে যাবার জন্য এই পড়া পড়ছো । ভক্তিমার্গে যেসব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছো, সে সবকিছুই ছাড়তে হবে । জ্ঞান প্রাপ্ত হলে আর ভক্তির দরকার নেই । জ্ঞানের দ্বারাই আমরা এই বিশ্বের মালিক হই । বাবা এসেছেন - ভক্তির ফল দিতে । তাই তিঁনি তোমাদের এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন । তাই এখন আমাদের পতিত থেকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে কারণ পতিত মানুষ তো ঘরে (পরমধামে) ফিরে যেতে পারবে না । মুক্তিধামে সমস্ত পবিত্র আত্মারাই থাকে । সুখধামেও সব পবিত্ররাই থাকে । কিন্তু এখন এই কলিযুগে সবাই পতিত । এখন এদের পবিত্র কে বানাবে ? পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবা । এখন বাবা বলেন আমি এর (ব্রহ্মার) অনেক জন্মের শেষ জন্মে আসি । এই দাদা ছিলেন সবথেকে একনম্বর ভক্ত । ব্রহ্মাই বলো আর লক্ষ্মী - নারায়ণের আত্মাই বলো ? এটা খুবই গুহ্য কথা । বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা আর ব্রহ্মার নাভি থেকে বিষ্ণু বের হয়েছিলো । বিষ্ণুই ৮৪ জন্মের পর ব্রহ্মা হন । এই কথা কোনো শাস্ত্রতেই নেই । ব্রহ্মাবাবাও গীতা পাঠ করতেন । যখন জ্ঞান এলো তিনি দেখলেন , শিববাবাই এই বিশ্বের বাদশাহী দেন । বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার হবার পর এই গীতা পাঠও ছেড়ে দিয়েছিলো । বাবা তাঁর মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন । তারপর কোনোদিনও গীতা ছুঁয়েও দেখেন নি । এক বাবাকেই স্মরণ করতেন । ইনি বলেন যে আমিও এই বাবার থেকেই শুনছি । শিববাবা বলতেন - যখন আমি বাচ্চাদের শোনাতাম, ইনিও শুনতেন । এর শরীরে আমি প্রবেশ করেছি তাই এর নাম রাখা হয়েছে অর্জুন । শাস্ত্রতে ঘোড়ার রথ দেখানো

হয়েছে । কত তফাৎ । ঘোড়ার গাড়িতে একজনকে বসিয়েই কি জ্ঞান দেওয়া হয়েছিলো ? এখন তোমরা বুঝতে পারো এ কি করে সম্ভব । তোমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখছো – বাবা কি করে পড়ান । কতো সেন্টার আছে । তাই পড়ানোর জন্য তো পাঠশালা চাই, অবশ্যই তা যুদ্ধের ময়দান নয় । বাবা রাজযোগ শেখান । সত্যযুগে কোনো শাস্ত্র থাকে না । আমি এখন যে জ্ঞান শোনাচ্ছি, সত্যযুগে এই জ্ঞানের দরকার নেই । পুরোনো দুনিয়ার যা কিছুই আছে সবই ধুলায় মিশে যাবে । এ হলো রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ । অশ্ব এই রথকে ( শরীর ) বলা হয়, এই রথ বা শরীরকেই স্বাহা করতে হবে । আত্মা বাবার হয়ে গেলে এই পুরোনো শরীরও শেষ হয়ে যাবে । কৃষ্ণপুরীতে তোমরা তো এই পুরোনো ছিঃ ছিঃ শরীর নিয়ে যাবে না । আত্মা হলো অমর । হোলিতে দেখানো হয় , মিষ্টি চাপাটি পুড়ে যায় , কিন্তু তার ধাগা (সূতো) পোঁড়ে না । বাবা এখন এই বেহদের কথা বোঝান – এতদিন পর্যন্ত যা তোমরা শুনেছো সে সব ভুলে যাও । এখন ভারত মিথ্যাখণ্ড হয়ে গেছে । পূর্বে এই ভারতই সত্যখণ্ড ছিলো । বাবাই ভারতকে সত্যখণ্ড বানিয়েছিলেন। তারপর রাবণ এই ভারতকে মিথ্যাখণ্ড বানিয়ে দিয়েছে । এই রাবণ হলো সবার পুরোনো শত্রু । কেউ কিছু বললেই মানুষ তার কথায় চলতে শুরু করে । যেমন দিলওয়ারা মন্দিরে আদিদেবের নাম মহাবীর রাখা হয়েছে । মহাবীর হনুমানকে বলা হয়া এখন ভাবো, কোথায় হনুমান আর কোথায় ইনি । এই মন্দির সম্পূর্ণ তোমাদের স্মরণেই তৈরী হয়েছো ওপরে স্বর্গ দেখানো হয়েছে আর নীচে তপস্যা । আদিনাথের মূর্তি গোল্ডেন বানানো হয়েছে । বলা হয় যে – " ভারত একদিন সোনার পাখির তুল্য ছিলো । " ভারতের মত সোনা আর কোথাও ছিলো না । ভারতে সোনার মহল বানানো হতো । মহলের ছাতে বা দেওয়ালে হীরে , জহরত লাগানো থাকতো । মন্দিরেও কতো হীরে , জহরত ছিলো যা লুঠ করা হয়েছিলো । সেগুলো লুঠ করে মসজিদে লাগানো হয়েছিলো । সেইসময় তাহলে এর মূল্য কি ছিলো ? অফুরন্ত ধন ছিলো তাই তো সব লুঠ করে নিয়ে গেছে । এইকথা সবাই জানে যে প্রাচীন ভারত ধনী-সাহুকার ছিলো । এখন তা কতো গরীব হয়ে গেছে । গরীবের ওপর সবার দয়া হয় । রাবণ ভারতকে কতোটা অক্ষম বানিয়ে দিয়েছে । বাবা এসে আবার সক্ষম বানান । এ হলো বেহদের নাটক , এর আদি – মধ্য – অন্ত কেউই জানে না । বাবা হলেন জ্ঞাণে পূর্ণ । এমন নয় যে বাবা সবার ভিতরে বসে তাদের মনকে দেখতে পান । এই সমস্তকিছুই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । যে পাপ করে সে সাজা তো পাবেই । বাবা বলেন – আমাকে তো মানুষ পূর্ণ জ্ঞানী আর পতিত – পাবন বলেই জানে । মানুষ ডাকতে থাকে – হে বাবা এসো, এসে আমাদের জ্ঞানের আলো দাও । আমাদের পবিত্র বানাও । তাই আমি এসেই এই কাজ করি । বাবা বলেন , বাকি যা শাস্ত্রের কথা সব ভুলে যাও , আর আমি যা বলি সেই কথা শোনো । এখন তোমরা বাবার দ্বারা রাজযোগ শিখছো । এরপর তোমরা সূর্যবংশী হবে । তারপর চন্দ্রবংশী , বৈশ্যবংশী এবং শূদ্রবংশী হবে । এই জ্ঞাণ অবশ্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । সত্যযুগে তোমরা আবার এইসব কথা ভুলে যাবে । সেখানে কেউই বাবাকে স্মরণ করে না । বর্সা বা বাবার সম্পত্তি পাওয়া হয়ে গেলে কেনই বা বাবাকে তোমরা স্মরণ করবে । কতো ভালোভাবে এইকথা তোমাদের বুঝিয়ে বলা হয় । এই কথা কিন্তু কোনো শাস্ত্রতে থাকে না । বাবাই হলেন বৃক্ষপতি । বাবা বলেন , আমাকে স্মরণ করো । সৃষ্টিকর্তা একজনই হন, নাকি তিনি নুড়ি – পাথরের মধ্যেও থাকবেন ? বাবা বলেন যে রাবণ তোমাদের বুদ্ধি কতো খারাপ করে দিয়েছে । বড় বড় বিদ্বানদের কতো অহংকার । অথচ বাবাকেই তারা জানে না । না তো এই রচনার আদি –মধ্য –অন্তকে জানে । বাবা বলেন – আমি তোমাদের রাজত্ব দিয়ে গিয়েছিলাম । তোমরা সেইসব ধন দৌলত শেষ করে দিয়েছো , এখন ভিখারী হয়ে গেছো , তাই তোমাদের আসুরী সম্প্রদায় বলা হয় । দ্যাখো , দেবতাদের কতো মহিমা । আবার তোমরাই বলো – আমরা নির্গুণ , আমাদের কোনো গুণ নেই । বাচ্চারা, এখন তোমাদের অপগুণগুলি

বের করে গুণ ধারণ করতে হবে । রাবণ তোমাদের বাঁদরের মতো অসভ্য বানিয়ে দিয়েছে । এখন বাবা আবার তোমাদের দেবতা বানাচ্ছেন । যাদের মধ্যে ৫-বিকার আছে তাদের বাঁদর বলা হয় । নারদের মতো তোমাদেরও চরিত্র এখন বদলে যাচ্ছে , যেহেতু এরপর তোমরা দেবতা হবে । এই জ্ঞানসাগরে ডুব লাগিয়ে তোমরা জ্ঞান পরীতে পরিণত হও । সাধারণ মানুষ জলের সরোবরকেই মানস - সরোবর মনে করে নিয়েছে । কিন্তু তা হলো তো জ্ঞান স্নানের বিষয় । বাচ্চারা তো এই কথা জানো যে ৫-হাজার বছর পূর্বের মতো বাবা আমাদের বুঝিয়ে বলছেন , তাই এতে আর কোনো সংশয়ই থাকে না । পতিত - পাবন বাবা আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করতে পারলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে । মানুষ মুক্তির জন্য কতো মাথা খুঁটতে থাকে , কিন্তু আসল ঘর কোথায় কেউই তা জানে না । কেউ ভাবে আত্মা লীন হয়ে যাবে । আবার কেউ কেউ ভাবে আত্মা দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে না । এমন অনেক ভিন্ন ভিন্ন মত আছে । বাবাকে কেউই ঠিকভাবে জানে না । সারা দুনিয়া ভাবে -কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ । কতখানি রাত দিনের ফারাক এই ধারণা । মূল নামটাই একদম বদলে দিয়েছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা , এই কথা বাপদাদা দুজনেই বলেন । দুজনেরই তো বাচ্চা আমরা -তাই না ? ইনিও (ব্রহ্মা) যেমন ছাত্র , তোমরাও ছাত্র । ইনিও এখন পড়ছেন । যারা যারা ভারতকে পবিত্র বানানোর জন্য সেবাকাজে লেগে থাকে,তারাই বাবার বাচ্চা বলে পরিচিত হয় । আর যারা পবিত্র হয় না , তাদের বাবা দেখেও দেখেন না । বাবা ভাবেন , এরা সাজা খেয়ে এসে বাবুর্চির (রাধুনীর) জীবন পাবে । আর যারা পবিত্র হতে পারে তারা এই বিশ্বের মালিক হতে পারে । আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

1) মধুর হওয়ার জন্য মিষ্টি বাবাকে খুব ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে । সত্য বাবার সঙ্গে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে । এক বাবার শ্রেষ্ঠ মতেই চলতে হবে ।

2) পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণ হতে হবে । ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে । কোনো বিষয়ে সংশয় রাখা চলবে না ।

বরদান :- সংকল্পের ইঙ্গিতে সমস্ত কাজ চালিয়ে সর্বদা লাইটের মুকুটধারী হও ।

যেসব বাচ্চারা সর্বদা লাইট থাকে তাদের সংকল্প বা সময় কখনও ব্যর্থ হয় না । যা ঘটবে সেই ধরনের সংকল্পই তাদের মনে উদয় হয় । যেমন কিছু বললে কোনো বিষয় স্পষ্ট হয় তেমনই সংকল্পের দ্বারাই সমস্ত কর্ম চলতে থাকে । যখন তোমরা এই বিধি ব নিয়মকে আপন করে নেবে তখনই তোমাদের কাছে এই সাকার বতন সূক্ষ্ম বতনে পরিবর্তিত হবে । এরজন্য সাইলেন্সের শক্তি জমা করো আর লাইটের মুকুটধারী হও।

স্লোগান :- এই দুঃখের জগত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলে এই দুঃখের ঢেউ কোনোদিন তোমাদের স্পর্শ করবে না ।